দৈনিক ইত্তেফাক

079

তারিখ 19 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

রবিবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৯৪

প্রসঙ্গ ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

সংঘাতে-সংঘর্ষে জর্জরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহিংস উন্মাদনার মুখে আবারও বন্ধ হইয়াছে। এই উন্মাদনা সমাজের জাগ্রত বিবেকের কাছে আবারও এই প্রশ্নই তুলিয়া ধরিয়াছে যে, আর কতদিন এই ধরনের উন্মত্ত হানাহানি প্রশ্রয় পাইবে? ইহা সত্য যে, একদা জাতির রাজনৈতিক গতিধারার প্রতিবিম্ব হইয়া উঠিয়াছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই কারণেই দেশের ইতিহাসের সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত। আজ দেশে ভিন্ন ধরনের রাজনীতি আসিয়াছে আর তাই বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছে পরস্পর বিরোধী দল-উপদলের এক ভয়াবহ রণক্ষেত্র। রাজনীতির হুইসেল বাজিলেই ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে এক শ্রেণীর ছাত্র নামধারী পেশীবাজের রণ হুংকার শুরু হইয়া যায়। এই ছাত্র নামধারী পেশীজীবীদের দাপট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়িয়াছে —যেহেতু পেশীপুরুষদের দৌরাত্ম্য সমাজের সবক্ষেত্রে বাড়িয়াছে। ইহার ফলেই আজ হিংসার উন্মত্ততায় শিক্ষার পরিবেশ হইয়া উঠিয়াছে বিষাক্ত। অগণিত ছাত্রের আশা-আকাংক্ষা চৌচির হইয়া যাইতেছে। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় নীল হইয়া যাইতেছে প্রতিটি অভিভাবকের হৃদয়। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে এ ধরনের হানাহানি ও রক্তারক্তি কাণ্ডকারখানা দর্শনে অসহায় বিবেক মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠে। বলে—ক্ষান্ত হও, আর নয়। কিন্তু বিবেকের সেই আর্তনাদই তো যথেষ্ট নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অহরহ গোলাগুলী, বোমাবাজির কারণটা কি? সমস্যার মূল কারণ আমাদের সকলের জানা, কিন্তু আমাদের জানিয়াও না জানার ভান করিতে হয়। একথা ঠিক যে, সমঝোতার অভাব বড় প্রকট। ক্লাসে সমঝোতার অভাব, হলেও অভাব সমবেদনার ও সহানুভূতির। নূতন নূতন হল নির্মাণ করিয়া কর্তৃপক্ষ সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টায় রত। কিন্তু সমস্যা অব্যাহতই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু সংকটের এই চৌহদ্দির বাহিরেও সমস্যার আরও বহু উৎস বর্তমান। ইহা সকলেরই জানা যে, সহিংস উন্মাদনা সাম্প্রতিককালে জোরদার হইয়াছে শিক্ষার অঙ্গনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈধভাবে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন থাকার কারণেই সম্ভবতঃ এই প্রক্রিয়া প্রবল। তবে ইহা কেউ অস্বীকার করিবেন না যে, রাজনীতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কিন্তু রাজনীতির নামে যখন ক্ষমতা ও গদির মোহ শিক্ষার অঙ্গনে ঢুকিয়া পড়ে, তখনই বেদনাজনক পরিণতির সূচনা হয়। ইহাও এখন আর অস্বীকার করার জো নাই যে, ছাত্ররা কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইয়াই রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সুতরাং ক্ষমতা ও ক্ষমতার বাহিরে অবস্থানরত রাজনীতিকদেরই আজ এই উন্মত্ততার লাগাম টানিয়া ধরিতে হইবে সর্বাগ্রে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস উন্মত্ততার শিকার আবদুল হালিম ও আবদুর রহিমের অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত। ইহার জন্যও কাহারো না কাহারো উপর দোষ চাপানো যায়। সেই বৃটিশ আমলে সাম্প্রদায়িক হানাহানির মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তির মূর্ত প্রতীকে পরিণত হইয়াছিলেন শহীদ নজীর। কবেকার সেই কথা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। যেকোনভাবেই হউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে এই হানাহানি আজ বন্ধ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়া সাময়িকভাবে হয়তবা অবস্থা আয়ত্তে আনা সম্ভব। কিন্তু আমরা চাই, সমস্যার স্থায়ী সমাধান—সঙ্কটের সামগ্রিক নিরসন। কিভাবে তাহা সম্ভব উহা আজ সরকার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক—এককথায় দেশবাসী সবাইকে স্থির মস্তিষ্কে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। উহা যত শীঘ্র হইবে ততই মঙ্গল।